সাহিত্যের রাজনীতি

লেখক, পাঠক, সমালোচক সকলেরই সংকট। সকলেরই সংশয়। কোন্ লেখা ভালো, কোন্ লেখা ভালো নয়, কী জন্য ভালো অথবা মন্দ, ভালো লাগা উচিত কিংবা অনুচিত, তা নিয়ে প্রশ্নের অন্ত নেই, তর্কের শেষ নেই। সংকট এবং সংশয় সব লেখক, সব পাঠক এবং সমালোচকের মনকে অবশ্য আলোড়িত করছে না, কোনোকালেই তা করে না। করে না, কারণ, সাহিত্যের গুণাগুণ চুলচেরা বিচার না করেও লেখক এবং পাঠক সাধারণ রসসৃষ্টি এবং রসাস্বাদনের আনন্দ পেয়েছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক সাহিত্য-শিল্পের বিচিত্র সম্পদ পাঠক সাধারণ অনায়াসে উপভোগ করেছে, সাহিত্যিক তত্ত্ব এবং তর্কে উৎসাহিত হয়নি।

আশ্চর্যের কথা নয় যে সাহিত্যের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা এ পর্যন্ত স্থির করা যায়নি। রাজনীতির চরিত্র এবং চৌহদ্দি মোটামুটি ভাবে ঠিক করা যায়। সাহিত্যের কোথায় শুরু এবং শেষ, তার উপকরণ ও প্রকরণ, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তাই বা কী এবং কী নয় সে বিষয়ে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। যুগ-পরম্পরায় চলে আসছে এই সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ; আজকের পৃথিবীতে সে জিজ্ঞাসা যেরকম শাণিত রূপ নিয়েছে তার তুলনা নেই অন্য কোনও যুগে। সভ্যতার সংকট, জীবনের সংকট অগুনতি মানুষের মনে যন্ত্রণা এবং জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করেছে। লেখক, পাঠক, সমালোচক কেউই সেই জিজ্ঞাসার জটিল চক্র থেকে একেবারে মুক্ত থাকতে পারেন না। সাহিত্যের সঙ্গে জীবন-জিজ্ঞাসার নিবিড় সম্পর্ক চিরকালের, এই জীবন-জিজ্ঞাসা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে সাম্প্রতিক কালে—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগে অথবা তার কিছুকাল পরে। ত্রিশ দশকে ধনতন্ত্রের সংকট, ফ্যাসিবাদের উদ্ভব, সোভিয়েট ইউনিয়নে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস ইত্যাদি বিবিধ কার্যকারণের যোগাযোগে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু এবং বক্তব্য নিয়ে আলোচনায় নতুন উৎসাহ দেখা দিল। ত্রিশ দশক থেকে সমাজ-সচেতন সাহিত্য, 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম', শিল্পীর দায়িত্ব ইত্যাদি তত্ত্ব, তর্ক এবং নীতি-নির্দেশের অনেক মোড় ঘুরে ঘুরে এখন আমরা ঠিক কোথায় যে পৌঁছেছি তা কেউই দৃঢ় ভাবে বলতে পারছেন না। অনেক পুরনো তত্ত্ব এবং নীতি-নির্দেশ ভুলতে হচ্ছে, অথচ সুস্পষ্ট, যুক্তিগ্রাহ্য সাহিত্য-বিচারের কোনো ভূমিকা রচিত হচ্ছে বলা যায় না। সমস্যা ত্রিবিধ—এক হল, অতীতের সাহিত্যকীর্তির গুণাগুণ বিচারের মানদণ্ড কি তা স্থির করা ; দুই, সমসাময়িক সাহিত্যপ্রয়াসের মূল্যনিরূপণ ; তিন সৃজনী-সাহিত্য, শিল্পীর উপরে রাষ্ট্র বা সমাজের নিয়ন্ত্রণাধিকার সঙ্গত ও স্বাস্থ্যকর কিনা।

কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের কোনো মূলগত বিরোধ নেই। তবে রাজনীতি ও সাহিত্যের মূলগত পার্থক্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য। রাজনীতির প্রভাব সাহিত্যের উপরে কোনো কোনো যুগে প্রবল হয়েছে। কোনো কোনো যুগে ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাহিত্যের মূলধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে।

সাহিত্যের সামাজিক বনিয়াদ, রাষ্ট্রিক পরিবেশ ও তার প্রভাব মেনে নেওয়া যেতে পারে। তাহলেও স্বীকার করতে হবে সাহিত্যের স্বকীয়তা, নিজস্ব প্রাণস্পন্দন। কাজেই রাজনীতির প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যই সাহিত্য-বিচারের—সাহিত্য ও রসাস্বাদনের মানদণ্ড হতে পারে না।

সাহিত্যের উপর রাজনীতির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ চাপ অবশ্য ইতিহাসসিদ্ধ ব্যাপার। বিশেষ করে যে-সব যুগে রাজনীতির উপরে ছিল ধর্মতন্ত্রের অখণ্ড আধিপত্য সে সব যুগে সাহিত্যকে বেশ চড়া হারেই 'সিজারের প্রাপ্য' মিটাতে হয়েছে। এখনও মহামান্য পোপের দপ্তরে 'নিষিদ্ধ' সাহিত্যের তালিকা নিতান্ত ছোট নয়। পোপের হুকুমনামা কোনো কোনো রাষ্ট্রে মেনে চলা হলেও তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। পোপ যেমন ক্যাথলিক ধর্মের রীতিনীতি অনুশাসনের কষ্টিপাথরে সাহিত্যের ভালোমন্দ বিচার করে থাকেন অনেকটা সেই ধরনের কঠোর নীতির মানদণ্ডে সাহিত্য-বিচার অন্যত্রও প্রবর্তন করা হয়েছে। ফলাফল সাহিত্যের পক্ষে, সাহিত্যসৃষ্টি এবং রসাস্বাদনের পক্ষে ভালো হয়েছে কিনা তা নিয়ে জিজ্ঞাসা এবং আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন সম্প্রতি অনুভব করা যাচ্ছে। মুশকিল এই যে, এ বিষয়ে সাহসিক ভাবে আপ্ত-বাক্যের বিশ্লেষণ করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেনিনের বিখ্যাত উক্তি উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যেতে পারে, "Literature must become Party literature··· Literature must become an integral part of an organised, planned, united social democratic work." লেনিনের এই উক্তির আক্ষরিক অর্থ বোধ হয়, সাহিত্য পার্টি সাহিত্য হবে। সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্রয়োজনে লেনিন এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু লেনিন কি বলেছিলেন পার্টি সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য? অথবা সাহিত্যের মূল্য বিচার, রসাস্বাদন পার্টির নীতি-নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে? লেনিন বলতে চেয়েছিলেন সংগ্রামী জনসাধারণের মন থেকে প্রতিবিপ্লবী ভাবধারার প্রভাব দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট সাহিত্যিক প্রয়াস চাই, এবং সে প্রয়াস সংগঠিত ও পরিচালিত হবে পার্টির নির্দেশে। তবে লেনিন এই সঙ্গেই বলেছিলেন, "There is no denying the fact that in this field there must be the widest freedom for individual bents, free swings for thought and imagination, form and content." সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র রচনা যতটা সহজ কার্যতঃ তার প্রয়োগ তত সহজ নয়। পরিণাম কী হয় সম্প্রতি তা নিয়েও আলোচনা প্রখর হয়েছে।

কিছুকাল আগে পর্যন্তও বিশেষ কয়েকটি দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব ও মতামত খুব সুস্পষ্ট ছিল না। অথবা যেটুকু সুস্পষ্ট ছিল তা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার পুনরুক্তি মাত্র। একটানা, একরঙ্গা চরিত্র-চিত্রণ, একই ধরনের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের অতিকথনে আমাদের সাহিত্যিক রুচি অতৃপ্ত পীড়িত বোধ করলেও তথাকথিত সমাজবাদী বাস্তবতার এই মস্ত অভাব নিয়ে সামান্যই আলোচনা করা হয়েছে। তার কারণ সাহিত্যের